Department of Bengali
Patna University
Subject Bengali
Unit-II , Sem- III, CC- 10
Teacher- Dr. Sagar Sarkar

Topic- Emerging episode of Bengali prose (বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব)

বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পাণ্ডিত্য, দয়ার্দ্র চিত্ততা, ও তেজস্বিতায় ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তার এসব ছাড়াও অন্যতম পরিচয় আছে বাংলা গদ্যের বি শিল্প প্রাণ এর আবিষ্কর্তা তিনি।রামমোহন বাংলা গদ্য কে দুরহ দার্শনিক বিষয় সমূহের আলোচনায় নিযুক্ত করে তার ভিত্তি গৃহ করেছিলেন বিদ্যাসাগর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন তিনি শুধু বিদ্যা ও দয়া সাগর নন একজন স্রষ্টা ও শিল্পী।

সংখ্যার হিসেবে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির বিপুল নয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৭ টি বেনামী রচনা পাঁচটি ও সম্পাদিত গ্রন্থ বারোটি কিন্তু এসব রচনায় ভাষা যেরূপ নির্মাণ করেছেন বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এক মহৎ কীর্তি রূপে আজও স্বীকৃত। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে পূর্ণ গঠিত বাংলা গদ্যের উন্নতির জন্য অন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক । তাই মৌলিক রচনা প্রতিভা থাকলেও তিনি সংস্কৃত ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। তবে তার অনুবাদ আকরিক নয়।

বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ গুলির পূর্ণাঙ্গ তালিকা-

(ক)অনুবাদ মূলক রচনা- হিন্দি " বৈতাল পচ্চিসি" থেকে অনুবাদ "বেতাল পঞ্চবিংশতি"(১৮৪৭),কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকের স্বচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ "শকুন্তলা"(১৮৫৪), ভবভূতির উত্তরচরিত এবং বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড আখ্যানের অনুসরণে "সীতার বনবাস"(১৮৬০), শেক্সপিয়ারের "কমেডি অফ এরর" (comedy of errors)গল্পাংশ অনুবাদ "ভ্রান্তিবিলাস"(১৮৬৯)। এছাড়া তিনি কয়েক খানি পার্থ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন মার্শম্যানের history of Bengal এর কয়েক অধ্যায়ে অবলম্বনে "বাঙ্গালার ইতিহাস"(১৮৪৮), চেম্বার্স "biography", "rudiments of knowledge" অবলম্বনে যথাক্রমে জীবনচরিত(১৮৪৯) ও বোধোদয়(১৮৫১) এবং ঈশবের ফেলতে হল কথামালা (১৮৫৬)রচনা করেন এই অনুবাদ প্রদত্ত মৌলিক গ্রন্থের মতোই মর্যাদা পেয়েছে।

(খ) মৌলিক রচনা- প্রভাবতী সম্ভাষণ(১৮৯১) বন্ধুরা কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার মৃত্যুতে রচিত তা বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম শোককাব্য। "বিদ্যাসাগর রচিত"- অসম্পূর্ণ এটি রচনা (১৮৯১) "সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"(১৮৫৩)

(গ) সমাজ সংস্কার মূলক রচনা-" বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫), বহু বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার(১৮৭১,১৮৭৩), শীর্ষক পুস্তিকা গুলিতে

অভ্রান্ত অব্যাহত যুক্তি তথ্যের সমারোহ, এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ যথার্থ প্রাবন্ধিকের প্রতিভা সুপ্রমাণিত করেছেন।

(ঘ) লঘু রচনা- "অতি অল্প হইল"(১৮৭৩) "আবার অতি অল্প হইল"(১৮৭৩) কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে রচিত বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ বাচস্পতি প্রতিবাদের বেনামী উত্তর প্রত্যুত্তর। "ব্রজ বিলাস" (১৮৫৫) গ্রন্থ টি কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তিতার উত্তর। "রত্নপরীক্ষা"কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য সহচর আসো ছদ্মনামে রচিত।এইসব রচনায় রঙ্গ প্রিয় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

শিক্ষা মূলক রচনা- "বর্ণপরিচয়" (প্রথম _১৮৫৫ ও দ্বিতীয় ভাগ -১৮৫৫) ও "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা"। শিশু শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করতে এবং শিশু মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের পঠন-পাঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা আর প্রয়াসে এই গ্রন্থ গুলি রচনা।

রাজা রামমোহনের রচনায় বাংলা গদ্যের দুর্বলতা দূর হয় তার স্থানে সরল ও সুষম বাক্য ভঙ্গি স্থাপিত হয়েছিল,কিন্তু তার মধ্যে সাহিত্যরস ছিল না তার মধ্যে সংস্কারের স্পর্শ ছিল শিল্পীর স্পর্শ ছিল না। বক্তব্যের প্রকাশ ঘটলেও শাশ্বত প্রকাশ ঘটে নি। বিদ্যাসাগরের রচনা আর মধ্যেই প্রথম তা দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন"।ধ্বনি ঝংকার অনুসরণ করে উপযুক্ত স্থানে যতিচিহ্ন স্থাপন করে বাক্যাংশ গুলিকে সাজিয়ে তিনিই প্রথম গদ্য ছন্দ কে আবিষ্কার করেন।

বিদ্যাসাগরের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছিল বিশেষ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে । এই গ্রন্থেই ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগরের অপূর্ব বস্তু নির্মাণ শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলা গদ্যের বিশুদ্ধ রূপ প্রথম আনুপূর্বিক শৈল্পিক শৃঙ্খলা প্রকাশ পেল। প্রতিটি বাক্য হলো আদি-অন্ত সুসংগঠিত পূর্ণাঙ্গ। " বেতাল পঞ্চবিংশতি " বাক্য শয্যায় বিদ্যাসাগরের প্রথম ছেদ ও যতি নিয়মিত প্রয়োগ করেছিলেন । কমা ও চিহ্নের প্রথম পদ্ধতি বদ্ধ ব্যবহার হলো দ্বিতীয় গ্রন্থ "শকুন্তলা"-তে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হল এই গ্রন্থটি।

পূর্বে বাংলায় বাক্য গঠনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী যেখানে সেখানে ব্যবহারের ফলে বাক্যগুলি দীর্ঘ হতো এবং মূল বক্তব্য উপলব্ধিতে অসুবিধা সৃষ্টি হতো।বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও ইংরেজি রীতি অনুসারে বাংলা বাক্য গঠনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং এই রীতি এখন পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে চলেছে।

পূর্বে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ গুলি ছিল দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বহুল শব্দের ও পদের সমষ্টি। এগুলি উচ্চারণ যেমন কঠিন তেমনি শ্রুতিকটু।বিদ্যাসাগর তার পরিবর্তে উপযুক্ত তৎসম তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেন ফলে বাক্যের ধনী মাধুর্য সহজে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর - ই প্রথম বাংলা গদ্যের ছেদ ও যতি বা ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করে দেখালেন।পূর্বে এটি উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার না করার ফলে বাক্যের ভারসাম্য বিনষ্ট হত। বিদ্যাসাগর উপযুক্ত স্থানে ছেদ চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করে বাংলা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন।

শুধু তাই নয় শব্দের পারস্পারিক অন্বয় এর ফলে গদ্যছন্দের ঝংকার জেগে ওঠে তা বিদ্যাসাগর এই প্রথম প্রমাণ করেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য ও পদ্য হাত ধরাধরি করেছে। শিল্পী বঙ্কিম চন্দ্র বিদ্যাসাগরের

প্রশংসা করে বলেছেন- " বিদ্যাসাগর মহাশয় এর ভাষা অতি মধুর ও মনোহর।তাহার পূর্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখতে পারে নাই এবং তাহার পরেও কেউ পারে নাই।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ , রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্তের, গদ্যরীতির মধ্যে যে অপূর্ণতা ছিল বিদ্যাসাগর তাকে পূর্ণতা দান করে বাংলা গদ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর দান করেছেন।

বাংলা গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরের অবদান- বিদ্যাসাগরের হাতেই সাহিত্যি বাংলা গদ্যের জন্ম। ভাষার মধ্যে অনতি লক্ষ ছন্দ চেতনা এনেছেন। গদ্য সুর-তাল-লয় জটিলতায় গদ্যের মধ্যে প্রবাহমানতা এনেছেন। বাপনবাত্মন জকের বিরতি ও যতি চিহ্ন দ্বারা শাসিত ও সংসদ অন করে বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যে বোধের ভাষাকে রসের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।বাংলা গদ্য কে সংহত করার জন্য সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করলেও তিনি গদ্য কে প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং অনেক পরিমাণে সরল করে দিয়েছেন।কমা, সেমিকোলন এর ব্যবহার বিদ্যাসাগরী প্রথম যথার্থ অধিকারী ঢং করতে পেরেছিলেন। বাক্য গঠন রীতিতে ও বিদ্যাসাগর রচনায় প্রথম চোখে পড়ে।

বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব - রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়- এর গদ্যকে গ্রানিট স্তরের কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং তার মতে বিদ্যাসাগর- ই বাংলা গদ্যের ভাষায় ভাবের পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করেন।অর্থাৎ রাজা রামমোহন বাংলা গদ্য কি দিয়েছিলেন বৃত্তি আর বিদ্যাসাগর সেই ভাষাকে করে তোলেন বিবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী বাহন।তবে কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের পক্ষে কাজের গতি তুলনায় ভাবের গদ্য লেখায় অবকাশ অনেক কম ছিল।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর এর কৃতিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন তা দিয়েই এই বিষয়ে উপসংহার করা যেতে পারে- "বিদ্যাসাগর গদ্যভাষা উৎশৃংখল জনতাকে সুশৃংখল বিভক্ত সুবিন্যাস্ত পরিচ্ছন্ন এবং করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্য কুশলতা দান করিয়াছেন।" বাংলা গদ্যরীতির গঠনে যে শিল্পী ব্যক্তিত্বের স্থান ঐতিহাসিক রচনায় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তিনি - ই হলেন বিদ্যাসাগর।বিদ্যাসাগর প্রথম স্নেহে বাংলা গদ্যে কে লালন করেছেন এবং তাই তাকে জনকের সম্মান অর্পণ করা অত্যুক্তি হবে না বলেই মনে করি এবং তিনি- ই হলেন বাংলা গদ্যের মধুসূদন হলেন বিদ্যাসাগর।

সমাপ্ত